জীবননগরে অষ্টম ও নবম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় শর্ট সিলেবাসের দাবিতে মানববন্ধন

এক দফা, এক দাবি অষ্টম ও নবম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার যৌক্তিক শর্ট সিলেবাস চাই এই স্লোগানকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা জীবননগর উপজেলায় শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে।

আজ রবিবার সকাল ১০ টায় জীবননগর বাস স্ট্যান্ড চত্বরে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এ মানববন্ধনে অংশ নেয় তিনটি মাধ্যামিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। এ সময় শিক্ষার্থীরা জীবননগর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদিক্ষণ করে মুক্তমঞ্চে একত্রিত হয়। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন স্লোগানের মাধ্যমে তারা তাদের দাবি তুলে ধরেন।

শিক্ষার্থীদের পক্ষে মোছাঃ শোভা খাতুন বলেন, সারা দেশের ন্যায় আমাদের জীবননগরেও এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই মানববন্ধনের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার কাছে আবেদন করছি আমাদের অষ্টম ও নবম শ্রেণীর সিলেবাস শর্ট করার জন্য।

শিক্ষার্থীদের পক্ষে নাইম বলেন, অষ্টম ও নবম শ্রেণীর শর্ট সিলেবাস জন্য আমরা মানববন্ধন করছি। অতি দ্রুত আমাদের বার্ষিক পরীক্ষার শর্ট সিলেবাস প্রকাশ না করা হয়। তাহলে আমরা রাজপথে কঠোর আন্দোলনে নামবো।

শিক্ষার্থীদের পক্ষে মাহিম বলেন, আমরা আমাদের এক দফা এক দাবি নিয়ে রাস্তায় নেমেছি। এতে অনেকে খারাপ বলবে, অনেকে ভালো বলবে। কিন্তু আমরা জানি এই শর্ট সিলেবাস আমাদের জন্য কতটা প্রয়োজন।

জীবননগরে শিক্ষকদের জাতীয়করনের দাবিতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান

জীবননগরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জাতীয়করণ, জাতীয়করণের পূর্ব পযন্ত শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন পদে সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের পদায়ন বন্ধ রাখা ও শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠনের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১টার সময় জীবননগর বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক কর্মচারী সমিতির আয়োজনে জীবননগর মেইন বাসস্টান্ডে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক কর্মচারী সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি পাভেল মেহমুদ আব্দুর রবের সভাপতিতে মানববন্ধনের বক্তব্য রাখেন, হাসাদা ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আখতারুজ্জামান, উথলী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লুৎফর রহমান, কাশিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক শরিফ উদ্দিন, জান্নাতুল খাদরা মাদরাসার সুপার মাওলানা শরিফুল ইসলাম, শাপলা কলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক বাকি বিল্লাহ, মিনাজপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল বাশার, সিংনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফারুক হোসেন, পাকা দারুস সালাম দাখিল মাদ্রাসার সুপার ওয়াহিদুজ্জামান, ধোপাখালি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন জীবননগর উপজেলা বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক কর্মচারী সমিতির সাধারন সম্পাদক আবুল হাশেম। মানববন্ধন শেষে জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার নারায়ণ চন্দ্র পালের নিকট শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

ঝিনাইদহের সরকারি বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবিতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় সরকারি বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ আ কা ম মামুনুর রহমানের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাত সহ নানা অনিয়মের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী কর্মকর্তা, কর্মচারী মিলে মানববন্ধন পালন করেন।

মানববন্ধনে অংগ্রহণকারী বলেন, তিনি অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার শুরু থেকেই নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি নামক ব্যাধিতে মারাত্মকভাবে জড়িয়ে পড়েন। কলেজটি জাতীয়করণ ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথে তিনি আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। শুধু তাই নয় তার নিজের নিয়োগের ক্ষেত্রেও অনিয়মের প্রশ্ন উঠেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, উপজেলার ভাটই বাজার এলাকায় কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়কের পাশেই কলেজটির অবস্থান। অধ্যক্ষ মামুনুর রহমান প্রায়ই কলেজে অনুপস্থিত থাকেন। তিনি তার ইচ্ছামত উপস্থিত হয়ে বিগত দিনের হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করেন।

বিগত দিনে ক্ষমতাসীন দলের ছত্রছায়ায় তিনি শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারিদের দীর্ঘদিন জিম্মি করে রাখায় এতো অনিয়মের পরেও ভয়ে তার বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে সাহস পর্যন্ত করেনি। বর্তমান ক্ষমতার পট পরিবর্তনের সাথে সাথে রূপ পরিবর্তন করে স্থানীয় দলের নেতাদের সাথে আতাত করে নতুন বুদ্ধি আটছেন। এদিকে তার শিক্ষাগত যোগ্যতায় এইচএসসি কম্পার্টমেন্টাল-১৯৮৯, আবার পাস কোর্স থেকে পাস। নিয়োগ বিধিতে আছে, যদি কেউ পাস কোর্স থেকে পাস করে তাহলে যে কোন একটিতে ১ম শ্রেনি থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু তার শিক্ষা জীবনে কোন ১ম শ্রেণী না থাকলেও অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগ পান। এত নিয়মনীতি উপেক্ষা করে কিভাবে নিয়োগ পেল তা নিয়েও কথা উঠেছে।

আরো জানা যায়,কলেজটি ২০২৪ সালের জানুয়ারীতে জাতীয়করণ হয়। এরপর ব্যাকডেটে নিয়োগের মহাৎসোব শুরু হয়ে যায়। ব্যাকডেটে বিভিন্ন সময়ে ২৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। ভূয়া সার্কুলারের মাধ্যমে ২০১৯ সালে মৃত ও অন্যত্র চলে যাওয়া ডিগ্রী শিক্ষকের পদে ২০১৫ ও ২০১৮ সালে অবৈধভাবে ব্যাকডেটে নিয়োগ দিয়ে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে

নিয়েছেন। এছাড়াও ওই কলেজের অনার্স সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক নাসিমা খাতুনের স্বপদ থেকে সরিয়ে তাকে অফিস সহকারীতে নিয়োগ দিয়ে উক্ত পদে হাফিজুর রহমানকে ব্যাকডেটে নিয়োগ দিয়ে ২২ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয়। শুধু হাফিজুর রহমানই নন অনার্সে এমন অনেক শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে হাতিয়ে নিয়েছেন লক্ষ লক্ষ টাকা। এছাড়াও সাবেক সভাপতির (আব্দুল হাই এমপি) স্বাক্ষর জাল করে অধ্যক্ষ টিউশন ফিসের ১২ লক্ষ টাকা চেকের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে আত্মসাৎ করেন। করোনাকালীন সময়ে সরকার থেকে ফেরতকৃত এইচএসসি শিক্ষার্থীদের কেন্দ্র ফির ৪০০ জনের ৪০০ টাকা করে রেখে দিয়ে মোট ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছেন। কলেজ জাতীয়করণের পরে ফান্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরও ৬০ হাজার টাকা ব্যাংক থেকে তুলে আত্মসাৎ করেছেন। বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তিগত ধারের টাকা কলেজ ফান্ড থেকে পরিশোধ করেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষক বলেন, মূল কপির উপর টেম্পারিং করে সভাপতি ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের স্বাক্ষর জাল করে ২০২৩ সালে ২৯ জনকে অবৈধ নিয়োগ দিয়েছেন। ২২ আগস্ট ২০১৬ সালে দৈনিক খবর পত্র পত্রিকার ১৪ জন নিয়োগের সার্কুলারটি জাল করে একই ডেটে সোনালী খবর পত্রিকায় টেম্পারিং করে ১৯ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ১০ আগস্ট ২০১৭ সালে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার নিয়োগের সার্কুলারটি জাল করে একই ডেটে একই পত্রিকা টেম্পারিং করে ১২ জন শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োাগ দেয়া হয়েছে। ১০ আগস্ট ২০১৭ দৈনিক খবর পত্র পত্রিকার ১২ জন শিক্ষক নিয়োগের সার্কুলারটি জাল করে একই ডেটে সোনালী খবর পত্রিকা টেম্পারিং করে ৮ জন শিক্ষক ও ৪ জন কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছে। ১০ জানুয়ারি ২০১৫ দৈনিক সমকাল পত্রিকায় বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ডিগ্রী কলেজের কোন সার্কুলার না থাকলেও তিনি ওই পত্রিকার টেম্পারিং করে ১১ জন শিক্ষক ও তৃতীয় শ্রেণির ৭ জনকে নিয়োগ দেন। যা মূল পত্রিকার সাথে কোন মিল নেই।

দৈনিক সোনালী খবর পত্রিকার ভুয়া সার্কুলার দেখিয়ে একজন কম্পিউটার অপারেটর একজন স্টোরকিপার একজন এমএলএসএস নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যার কোন সার্কুলারই নেই ঐ পত্রিকায়। এভাবে অবৈধ নিয়োগের মাধ্যম ২ থেকে ৩ কোটি টাকা নিয়োগ বাণিজ্য করে আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ করেন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও এলাকাবাসী। এবিষয়ে সরকারি বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল কলেজে অধ্যক্ষ আ কা ম মামুনুর রহমান মুঠো ফোনে(০১৭১৮৬০৭৬৬২) একাধিকবার কল করেও পাওয়া যায়নি।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের দাবিতে জামায়াতের গণমিছিল ও সমাবেশে

মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমির ও কেন্দ্রীয় জামায়াতের সুরা সদস্য মাওলানা তাজ উদ্দিন খান বলেন, ইতিহাস স্বাক্ষী দেই ৭৫ সালে শেখ মজিবর রহমান স্বপরিবারে নিহত হওয়ার পর তার জানাজা জোটেনি। তার মেয়ে শেখ হাসিনা ২০২৪ সালে দেশ ছেড়ে পালানোর সময় পরণের কাপড়টাও গুছিয়ে নিতে পারেনি।

এতো দাপট, এতো কলিজা এতো ক্ষমতা অথচ, আওয়ামী লীগকে মাত্র এক ঘন্টার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়নি।
১৫ বছরে মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের দুঃশাসনে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের শিকার সকল হত্যার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও সন্ত্রাসী দল হিসেবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের দাবিতে বিরাট গণমিছিল ও সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন মাওলানা তাজ উদ্দিন খান।

গতকাল রবিবার বিকালে মেহেরপুর শহীদ শামসুজ্জোহা নহর উদ্যাণে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশ অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর মাওলানা মাহবুব উল আলম, জেলা সেক্রেটারি মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, জেলা জামায়াতের রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজী রুহুল আমিন, গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমীর ডাক্তার রবিউল ইসলাম, জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রউফ মুকুল, জেলা যুব বিভাগের সভাপতি ও পৌরসভার কাউন্সিলর সোহেল রানা ডলার, সদর উপজেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা সোহেল রানা, মুজিবনগর উপজেলা আমীর খান জাহান আলী, গাংনী পৌর জামায়াতের আমীর মাওলানা আব্দুর রহমান, জেলা শিবিরের সাবেক সভাপতি সাব্বির হুসাইন, পৌর শিবিরের সভাপতি বকুল হোসাইন প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে মাওলানা তাজ উদ্দিন খান আরো বলেন, জুলাইয়ের ৫ তারিখ পর্যন্ত যারা অত্যাচার জুলুম করেছে, অস্ত্র, বন্দুক, লাঠি

হাতে নিয়ে ছাত্র জনতাকে গুলি করে মেরেছে, সারাদেশের মানুষের উপর অত্যাচার, নির্যাতন করেছে এখন সময়ের দাবি তাদেরকে আইনীভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে। যারা এলাকার সম্মানিত নেতাকর্মীদের জুডিশিয়াল কিলিং (বিচারিক হত্যা) করেছে, আমরা সেই ঘাতকদের বিচার চাই।

তাজ উদ্দিন খান আরো বলেন, বিগত ১৫ বছরে আওয়ামী লীগ সরকার আমাদের খাঁচার মধ্যে বন্দী করে রেখেছিল। এই ১৫ বছরে আমাদের স্বাধীনতা নেই অথচ, তারা আমাদের স্বাধীনতার গল্প শোনায়, বঙ্গবন্ধু ট্যানেলের গল্প শোনায়।

তিনি আরো বলেন, বিগত ১৫ বছরে আওয়ামী সরকার ছোট্ট জেলা মেহেরপুরে জামায়াত শিবিরের বিরুদ্ধে ৮৬ টি মিথ্যা মামলা দিয়ে জামায়াতের ১০০ নারী কর্মীসহ এক হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে। নেতাকর্মীদের মিথ্যা মামলায় জেল দিয়ে বারবার রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করেছে। জামায়াত শিবিরের নেতাকর্মীদের বাড়ি ঘরে হামলা, ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়েছে। আগুন দিয়ে জালিয়ে দেওয়া হয়েছে বাড়ি ঘর। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে রাজনীতি করতে গিয়ে এতো ত্যাগ, এতো কোরবানি আর কোনো রাজনৈতিক দলকে দিতে হয়নি।

এমন কোনো অপরাধ নেই যা জামায়াতের উপর করা হয়নি। আর কত জুলুম নির্যাতন করলে জুলুমের শেষ হয় তা আমাদের জানা নেই। আমাদের হাজারো নেতাকর্মী তাদের বাড়িতে ঘুমাতে পারেনি। মাঠে ঘাটে ঘুমিয়ে রাত কাটাতে হয়েছে। বিগত ১৭ বছর যাবৎ জামায়াত শিবিরকে এসব মোকাবেলা করতে হচ্ছে। তিনি প্রশ্ন করেন আমরা কি এলাকা ছেড়ে পালিয়েছি? তারপরেও জামায়াত ছিলো, জামায়াত আছে, আগামীতেও জামায়াত থাকবে।

এটা যে এতো অবিচার ছিলো শেখ হাসিনার পালানো দেখলেই বোঝা যায়। পালানোর সময় তার নেতাকর্মীর দিকে তাকানোর সময় ছিলোনা শেখ হাসিনার।

মাওলানা তাজ উদ্দিন খান আরো বলেন, মেহেরপুর জেলা শিবিরের সাবেক সভাপতি ও তৎকালিন জেলা জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক তারিক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামকে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করা হয়েছে। যারা পরামর্শ করে ঠান্ডা মাথায় প্রশাসন দিয়ে হত্যা করেছে তাদেরকে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে।

যারা তারিক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, আব্দুল জব্বার, সোলাইমান

হোসেন, দেলওয়ার হোসেন, আব্বাছ আলীকে হত্যা করেছে আমরা সেইসব খুনিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবো। এসব খুনের বিচার করতে না পারলে মহান রবের কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে।

ছাত্র আন্দোলন ও তাদের বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে আমরা একটি নতুন স্বাধীনতা পেয়েছি। এই স্বাধীনতার জন্য যারা জীবন দিয়েছে তাদের মৃত্যুকে শহীদি মৃত্যু এবং যারা আহত হয়ে এখনো চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন তিনি।

জামায়াতের জেলা থেকে শুরু করে প্রতিটি ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ২০ লাখ টাকা উত্তোলন করে বন্যাদূর্গত বানভাসি মানুষের সাহায্যের জন্য পাঠানোর অনুরোধ জানান তিনি।

এর আগে তাজউদ্দিন খানের নেতৃত্বে একটি বিশাল গণ মিছিল মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মেহেরপুর শহীদ ড. শামসুজ্জোহা নগর উদ্যানে গিয়ে শেষ হয়।

জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার নেতাকর্মী খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে গণ মিছিলে যোগ দেন।

গাংনীতে কমিটি বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন

গাংনীতে গোপনে গঠিত আর বি জি এম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী।

আজ রবিবার সকাল ১০ টার সময় আর বি জি এম মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এলাকাবাসীর অংশগ্রহণে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, গোপনে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ম্যানেজিং কমিটি গঠন করেন। যেটা আমাদের অজানা। আমরা এই কমিটি মানিনা। আমরা অতি দ্রুত এই কমিটি বাতিল করে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি গঠন করার জোর দাবি জানদচ্ছি।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আর বি জি এম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী সবুজ খান।

রামনগর গ্রামের ইউপি সদস্য আরিফুল ইসলাম বলেন, প্রধান শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে অনিয়ম করে আসছে।এমনকি গোপনে ম্যানেজিং কমিটি গঠন করেছে। এলাকাবাসী জানে না।তাই এই কমিটি বাতিল করে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠন করতে হবে।তাছাড়া প্রধান শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সাথেও দুর্ব্যবহার করে।

মানববন্ধনের সমন্বয়ক মো. বিপ্লব হোসেন বলেন, বিদ্যালয়ের গোপনে কমিটি গঠনসহ নানা অনিয়ম রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এই কমিটি বাতিল করে নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি গঠন করার দাবি জানাচ্ছি সেই সাথে প্রধান শিক্ষকের পদত্যাগ দাবি করছি।

আর বি জি এম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবুল হাশেম খান বলেন, প্রধান শিক্ষক কিভাবে কমিটি গঠন করেছে তা আমি কিছুই জানিনা। আমি চায় নির্বাচনের মাধ্যমে একটি সুন্দর কমিটি গঠন করা হোক।মানববন্ধনে এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

আর বি জিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. হাবিবুর রহমান লিখন বলেন, আমি নিয়মের বাইরে কোনো কাজ করিনি। সবকিছু নিয়মের মাধ্যমে হয়েছে।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. হোসনে মোবারক বলেন, এখনো কেউ লিখিত অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগে অনিয়ম পেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চুয়াডাঙ্গা চেম্বারে প্রশাসক নিয়োগ ও পুনঃতফসিলের দাবিতে

ব্যবসায়ীদের সংবাদ সম্মেলন

চুয়াডাঙ্গা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিতে প্রশাসক নিয়োগ দিয়ে স্বচ্ছ ভোটারতালিকা হালনাগাদ পূর্বকআসন্ন দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনের পুনঃ তফসিলের দাবি জানিয়েছে ব্যবসায়ীরা। এই দাবিতে মানববন্ধন, জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান ও সংবাদ সম্মেলন করেন তারা।

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি আজ রবিবার সকাল ১১ টার দিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি দেয়া হয়। পরে দুপুর ১২ টায় শহরের একটি রেস্টুরেন্টে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে ব্যবসায়ীরা।

সংবাদ সম্মেলনে ব্যবসায়ী ও চেম্বার সদস্যরা অভিযোগ করেন, চুয়াডাঙ্গা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির আসন্ন দ্বিবার্ষিক নির্বাচন ২০২৪-২০২৫ ও ২০২৫-২০২৬ মেয়াদের নির্বাচনী তফসিল গত ২৫ মে প্রকাশিত হয়েছে। তফসিল অনুযায়ী গত ৩ জুন খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত ভোটার তালিকায় অনেক ভূয়া ভোটার অন্তর্ভুক্ত আছে।

এক ব্যবসায়ী নেতার প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদেরও ভূয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে খসড়া ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান সভাপতি ও সচিবের যোগসাজশে মে’২০২৪ মাসের মধ্যেই পাঁচ শতাধিক সদস্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বাণিজ্য সংগঠনের নীতিমালার তোয়াক্কা না করে বর্তমান সভাপতি ইয়াকুব হোসেন জালিয়াতির মাধ্যমে বহু সদস্যকে অন্তর্ভুক্তি করেন। প্রতি বছর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও গত ১০ বছরে কোন সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। তাদের দাবি, এই কমিটির অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। তাই ঘোষিত তফসিল ও বর্তমান কমিটি বাতিল করে প্রশাসক নিয়োগ করতে হবে এবং প্রকৃত ব্যবসায়ীদেরকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।

এদিকে, স্মারকলিপি গ্রহণকালে জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা বলেন, স্মারকলিপিটি গ্রহণ করা হয়েছে। স্মারকলিপিটি বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট্য পর্যায়ে জানাবো। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন চেম্বার অব কমার্সের সদস্য আলাউদ্দীন হেলা।

উপস্থিত ছিলেন, ব্যবসায়ী নেতা চেম্বারের সদস্য সাইফুল হাসান জোয়ার্দ্দার, হাবিবুর রহমান, আবুল কালাম, মফিজুর রহমান, হাবিল হোসেন জোয়ার্দার ও জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নানসহ অন্যরা।

মেহেরপুরে সুইপার কলোনির আবাসিক স্থান পরিবর্তনের দাবিতে মানববন্ধন

মেহেরপুরে ঈদগাহ ও কবরস্থানের পবিত্রতা, পরিবেশ রক্ষার জন্য সুইপার কলোনির আবাসিক স্থান পরিবর্তনের দাবিতে র্যালি ও মানববন্ধন করেছেন মেহেরপুর পৌরসভার ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের স্থানীয় বাসিন্দারা।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে মেহেরপুর কলেজ মোড় গোল চত্ত্বর এলাকা থেকে র্যালিটি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

সুইপার কলোনির আবাসিক স্থান পরিবর্তনের দাবিতে জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন।

এ সময় বক্তারা বলেন, অনতিবিলম্বে মেহেরপুর গরুর হাটে সুইপার কলোনির কাজ বন্ধ না করলে আন্দোলন আরো জোরদার করা হবে। অন্যথায় কাজ বন্ধ করার জন্য পৌরসভার ৮ নম্বর ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সকল বাসিন্দাদের সাথে নিয়ে আমরা রাস্তায় নামবো।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ৮ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মনজুরুল কবির রিপন, ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর মোহাম্মদ বিন হাশেম কামরুল, মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল হাসান আনন্দ সহ ৮ নম্বর ৯ নয় নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা।

দামুড়হুদায় নকশী কাঁথা ট্রেনের স্টপেজ পুনর্বহাল দাবিতে জনসমাবেশ ও মানববন্ধন

দামুড়হুদা জয়রামপুর রেল স্টেশনে নকশীকাঁথা (গোয়ালন্দ মেল) ট্রেনের আপ-ডাউন যাত্রাবিরতি পূর্ণবহালের দাবীতে স্থানীয় বাসিন্দারা আবারো মানববন্ধন করেছে। আজ বুধবার বিকাল ৪ টার দিকে জয়রামপুর স্টেশন ট্রেন অধিকার সংরক্ষণ কমিটির আয়জনে জয়রামপুর রেল স্টেশনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

খুলনা থেকে ছেড়ে আসা নকশীকাঁথা (গোয়ালন্দ মেল) ট্রনটি শেই ব্রিটিশ পিরিয়ড থেকে এই জয়রামপুর রেল স্টেশনে থামতো এবং এই অঞ্চলের মানুষের জীবন যাত্রা কৃষি পণ্য পরিবহন থেকে শুরু করে বিপুল জনগোষ্ঠী দীর্ঘ দিন যাতায়াতের সুবিধা ভোগ করতো। কিন্তু হঠাৎ বিধিবাম, এই ট্রেনের ঢাকাগামী নতুন সংস্করণ নকশীকাঁথা (গোয়ালন্দ মেল) ট্রেনের প্রকাশিত নতুন যাত্রাবিরতি সিডিউলে জয়রামপুর রেল স্টেশনকে বাদ রাখা হয়েছে। যার ফলে চলতি ডিসেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকে জয়রামপুর রেল স্টেশনে আর নকশীকাঁথা (গোয়ালন্দ মেল) ট্রেনটি থামছেনা। দামুড়হুদা থানার একমাত্র স্টেশন জয়রামপুর রেলওয়ে স্টেশন হতে যাতায়াত করা লক্ষাধিক মানুষের ব্যাবসা বানিজ্য, চাকুরি, চিকিৎসা ও আত্মীয়তায় অবর্ণনীয় ছাপ পড়েছে এবং মানুষ ইতিমধ্যেই দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। এ দুর্ভোগ নিরসনের জন্য গত ২৪ নভেম্বর ২০২৩ইং তারিখে বিপুল সংখ্যক মানুষ জয়রামপুর রেলওয়ে প্লাটফর্মে একটি মানববন্ধন করে এবং গত ২৯শে নভেম্বর পাকসি আঞ্চলিক রেল ব্যবস্থাপকের কার্যালয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের গনদুর্ভোগের বিষয় জানিয়ে একটি গন পিটিশন দাখিল করে জয়রামপুরের স্থানীয় বাসিন্দারা।

জয়রামপুর স্টেশন ট্রেন অধিকার সংরক্ষণ কমিটির আহবায়ক লাজিব আক্তার সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে এবং কুকিয়া চাঁদপুর আদর্শ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো: আব্দুল আলিমের সঞ্চালনায় এসময় বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টা ও হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের

সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ খোকন, উপদেষ্টা নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী, আনোয়ারুল মাস্টার, উপদেষ্টা ও হাউলী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আয়ুব আলী স্বপন, প্রচার সম্পাদক কামরুল ইসলাম মিফতা, কো সমন্বয়ক ও পড়শি’র সভাপতি মোঃ হানিফ, হুমায়ুন আহম্মদ ডাবলু প্রমূখ।

এসময় বক্তারা বলেন, ট্রেনের জন্মলগ্ন থেকে জয়রামপুর রেল স্টেশনে গোয়ালন্দ মেল ট্রেনটি থামতো, কিন্তু এ মাসের প্রথম দিন থেকে ট্রেনটি আর জয়রামপুর স্টেশনে থামছেনা। জয়রামপুরে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা, জয়রামপুর হাঁট, কেরু এন্ড কোম্পানির আখ সেন্টার ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস সহ হাজার হাজার শিক্ষার্থী সহ পথচারীরা এই রেল স্টেশনের উপর দিয়ে চলাফেরা করে।
এই স্টেশনে নেই কোন গেটম্যান, ফলে মাঝে মধ্যেই ট্রেনে কেটে মানুষ, পথচারী, স্কুল কলেজ মাদ্রাসা পড়ুয়া ছেলে মেয়ে নিহত হচ্ছে। বক্তারা হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন অচিরেই যদি পুনরায় নকশীকাঁথা (গোয়ালন্দ মেল) ট্রেনটি জয়রামপুর স্টেশনে না থামানো হয় তাহলে আগামীতে স্থানীয় ও এলাকার জনগণ নিয়ে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

৭ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে মেহেরপুরে গণ অনশন ও মানববন্ধন

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের দাবিতে মেহেরপুরে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে গণ অনশন, গণ অবস্থান ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার (৮ সেপ্টেম্বর) মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের গেটের বাইরে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ মেহেরপুর জেলা এই কর্মসূচির আয়োজন করে।

‘ধর্মীয় রাষ্ট্র নয়, ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র চাই’ স্লোগানকে সামনে নিয়ে গণ অবস্থান সমাবেশে সমাবেশে বক্তারা জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠনসহ সাত দফা দাবি জানিয়েছে। দাবিগুলো হলো– জাতীয়

সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, দেবোত্তর সম্পত্তি সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন, সমতলের অধিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন যথাযথ বাস্তবায়, পার্বত্য শান্তি চুক্তি ও পার্বত্য ভূমি কমিশনের যথাযথ কার্যকরী করণ, বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক মাধব চন্দ্র ভাস্কর, সদস্য সচিব সুব্রত সাহা বাপ্পা, পুজা উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক সঞ্জিত পাল বাপ্পি, সদস্য সচিব অশোক চন্দ্র বিশ্বাস, মহিলা ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক সাথী বিশ্বাস, সদর উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল বিশ্বাস, আহবায়ক কমিটির সদস্য চণ্ডীচরণ হালদার, চন্দনা পাল বাপ্পি, সাহিত্য বিসয়ক সম্পাদক বাঁশরী মোহন দাস, পলাশ পোদ্দার, পবন বিশ্বাস দুলাল কর্মকার প্রমুখ।

জাতীয়করণের দাবিতে গাংনীতে শিক্ষকদের মানববন্ধন

বেসরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সকল স্তরের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিএম কলেজ, ভোকেশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবিতে মেহেরপুরের গাংনীতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (১৭ জুলাই) দুপুর পৌনে বারোটার দিকে গাংনী প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা মানববন্ধনে অংশ নেন।

গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেনের সভাপতিত্বে এবং রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমানের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে দাবী দাওয়া তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন, হিজলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান, জুগিন্দা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক আব্দুল করিম, সিএফএম মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক আল হেলাল ও গাংনী স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক শফি কামাল কামাল পলাশসহ শিক্ষকবৃন্দ।